REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩রা চৈত্র বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 16th March 1921 | ৩২শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বধূতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ।০ চার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক দুষ্টক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুধাময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণ অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতেই ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। রোগীকেও সাথে ডাক্তারগণকে সুখ্যাতি অর্জ্জনের সাহায্য করে।

এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি।

আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি
লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস,
মেজর বি কে, বসু—এম, ডি, সি, এম,
কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী এম, আর, সি, এস; এন, আর, সি, পি;

এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য বড় শিশি (৮ দিনের) ২॥০; ছোট শিশি (অর্দ্ধেক) ১।০;
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই সাণ্ডো সেবন করিতে বলি। সাণ্ডো ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মাথা ঘোরা বুক ধড়ফড় করা অনিদ্রা অবসাদ প্রভৃতি কষ্ট দূর করে। সাণ্ডো মনে বল আনে, মেধা বৃদ্ধি করে। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত-দোষ সাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, গাউট, বাত আমবাত সন্ধি বাত প্রভৃতি সমস্তই সাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে সাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকল বয়সের লোকই সাণ্ডো সেবনে উপকার পাইবেন।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লাগান এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩রা চৈত্র বুধবার ১৩২৭ সাল।

জঙ্গিপুরে বর্জ্জন সভা।

—০—

২রা চৈত্র মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ খড়খড়ির ধার ময়দানে মোঃ উমেদুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল। সভায় প্রায় ৫।৬ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকই ভূম্যাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বালচাঁদ জ্যোতিঃ, হিন্দি ভাষায়, শ্রীযুত ত্রিবেণীনাথ সুর বাঙ্গালা ভাষায় সহযোগীতা বর্জ্জন, মাদক বর্জ্জন, মামলা বর্জ্জন, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মৌলবী সাহেবও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরদিন জঙ্গিপুর পারে গঙ্গাগর্ভে চড়ার উপর প্রায় ৭।৮ শত লোক সমাগম হইয়াছিল। এদিনে সভাপতি হইয়াছিলেন জঙ্গিপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস নাথ মহাশয়। উল্লিখিত বক্তাগণই বক্তৃতা করেন। এই দিনেও বিষয় পূর্ব্ব দিবসের মত। তবে এই দিনে স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু বলিয়াছিলেন। উভয় দিনই শেষ কালে শরৎ পণ্ডিতের বাঁদরামি ফাক যায় নাই।

অপকারী দোকানে অনুনয় বিনয়।

—০—

স্থানীয় কয়েকটী বালক রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের অপকারী দোকানে উপস্থিত থাকিয়া মদ্যপায়ী, গঞ্জিকা-সেবী, আফিংখোর প্রভৃতিকে জোড়হাত করিয়া নেশা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছিল। রঘুনাথগঞ্জের গঞ্জিকা ও অহিফেনের দোকানটী আমাদের মোকমের অতি নিকটে। দোকানদারকে সন্ধ্যাকালে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "অন্য দিন যত বিক্রী হয় ছেলেরা নিষেধ করা সত্বেও আজ ততই হইয়াছে" বাবাজীবনদের গাঁজার দোকানের কাছে আর অনুনয় বিনয় করিতে দেখা যায় না। শ্রীমান্‌গণ বোধ হয় হাল ছাড়িয়াছেন।

মন্দের ভাল।

—০—

ডাকঘরের মাশুল বৃদ্ধির কথা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহের কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে পোষ্টকার্ড ১০ পয়সা হইবেনা ৫ পয়সাই থাকিল। মন্দের ভাল বটে। কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

ধুলিয়ানে মাতৃ মন্দির।

—০—

ধুলিয়ানে একটি মাতৃমন্দির স্থাপন হইয়াছে। গ্রাম্য সংস্কারের কার্য্য পুর্ণ বেগে চলিতেছে। মহাদেবনগর গ্রামে ইহার একটী শাখা কার্য্যালয় স্থাপন হইয়াছে। উদ্দেশ্য—

১। স্বদেশী দ্রব্যাদির প্রচলন।
২। চরকা প্রবর্ত্তন।
৩। সালিশী পঞ্চায়েৎ স্থাপন।
৪। মাদক নিবারণ।
৫। জাতীয় শিক্ষা।

স্থায়িভাবে কার্য্য চালাইবার অর্থের সংস্থান জন্য প্রতি বাটীতে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ভাণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

গাঁজাখোর ও মাদকবর্জ্জন-প্রচারক।

স্থান গাঁজার দোকানের নিকটবর্ত্তী রাস্তা।

—০—

প্রচারক। আপনি কি নেবেন?

গাঁজাখোর। পয়সা চারেকের গাঁজা।

প্র। শুনুন।

গাঁ। বলুন।

প্র। গাঁজা খেয়ে অনর্থক পয়সা নষ্ট করেন কেন?

গাঁ। কি করবো ছেলে বেলা হ'তে খেতে শিখেছি, না খেলে কষ্ট হয়।

প্র। নেশা করা কি ভাল কাজ?

গাঁ। ভাল হোক্, মন্দ হোক্ অভ্যাস কি ছাড়া কি সোজা?

প্র। আচ্ছা খুব কড়া তামাক খেলে হয় না?

গাঁ। জলের পিপাসা কি দুধে মিটে?

প্র। যখন কবিরাজ দুগ্ধবটী ব্যবস্থা করে তখন তো জল খেতে দেয় না দুধ খেয়েই পিপাসা নিবারণ কর্ত্তে হয়।

গাঁ। আপনাদিকে কথায় পারবো না। যদি গাঁজা খেতেন তবে বুঝতেন যে ছাড়া কি কষ্ট।

প্র। আচ্ছ, গাঁজার পরিমাণ আস্তে আস্তে কমাইয়া শেষে একবারে ছাড়িয়া দিলে দোষ কি?

গাঁ। আচ্ছ. তাই হবে। আজ তো কিনি।

প্র। দেখুন আজ ।০ এক আনার স্থলে ৵৫ লইয়া যান। তারপর ৵১০ পয়সা তারপর ৵৫ এক পয়সা তারপর একবারে ছাড়িয়া দিবেন।

গাঁ। তাকি হয়? ধরুন আজ ।৷০ আধসের খান, কাল ।৶০ ছটাক খাবেন পরশু ।৵০ তারপর দিন ।/০ তারপর দিন /।০ এমনি ভাগ কমাইতে কমাইতে একবারে খাওয়া ছাড়া যায় কি?

প্র। দেখুন একটা কথা রাখেন, আজ তিন পয়সার কিনুন। ভালর জন্যই বল্‌ছি। যে পয়সার গাঁজা খাবেন সেই পয়সায় দুধ খেলে গায়ে বল হবে। গাঁজায় দেহ নষ্ট হবে বই ত নয়।

গাঁ। গাঁজা না খেলে জীবন বাঁচবেনা। তা আজ আপনার কথায় এখন তিন পয়সার নিলাম কিন্তু আবার আস্‌তে হবে দেখছি।

(চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।)

গাঁজাখোরের গান।

—০—

মজা ক'রে খাওরে গাঁজা,
সদা মন আনন্দে র'বে।
সদা মন আনন্দে র'বে,
সদানন্দের দেখা পাবে॥
জানে ত্রিলোকবাসী লোক,
গাঁজা, গুলি শোক নাশক,
যখন হবে আবশ্যক,
এই আবগারীতে গেলেই পাবে॥
আমায় বলে ছিলেন গুরু—
ভক্ত কল্‌কে নল মেরু,
তবে দৃষ্টি হবে সরু
নিত্য বস্তু দেখ্‌তে পাবে॥
ব'লে ভোলা বম্ বম্,
গাঁজার কল্‌কেয় লাগাও দম,
ভয় পেয়ে পালাবেরে যম
দম দিয়ে কাজ সেরে নেবে॥

এমন যে গাঁজা তা' কি ছাড়া যায়? সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারিবে কিন্তু গাঁজা ছাড়ার প্রবৃত্তি হইবেনা। অনেক ভিখারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহার অধিকাংশই গঞ্জিকা-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকে।

নরমের বাঘ, গরমের ছুঁচো।

—০—

ট্রিব্রিউন পত্রে প্রকাশ, কয়েক দিন হইল আপ কলিকাতা মেল অমৃতসর ষ্টেষণে উপস্থিত হইলে একজন ভারতীয় ব্যারিষ্টার ও একজন ভারতীয় বণিক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে যান। ঐ গাড়ীতে দুই জন ইউরোপীয়ান ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক দুইটীকে গাড়ীতে প্রবেশ করিতে আসিতে দেখিয়া গাড়ীর প্রবেশদ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অনেক বাদানুবাদে কোন ফল হইল না। সাহেব ইহাঁদিগকে অন্য গাড়ীতে যাইতে বলিল। দেখিতে দেখিতে ঘটনাস্থলে অনেকগুলি লোক সমবেত হইল। যখন সাহেব ও ভারতীয় ভদ্রলোক দুইটীর মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময় অন্য একজন লোক গাড়ীর অন্য দিকের দরজা খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বল পূর্ব্বক দ্বারাবরোধকারী সাহেবকে এক দিকে সরাইয়া দিল, তখন অনেক লোক সম্মুখ দিকের দরজা খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সাহেব কেরাণী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিল ও সুবোধ বালকের ন্যায় পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে উপবিষ্ট হইল।

দীর্ঘজীবী।

—•—

পৃথিবীর বর্ত্তমান সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ জীবনে এই প্রথম অসুখ ভুগিতেছে। তাহার নাম জোরা মহম্মদ, বয়স ১৪৬ বৎসর, নিবাস তুর্কীদের আর্ম্মিনিয়ায়। জোরা মহম্মদ সারা জীবন ভারি মোট বহনের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে নাকি সাড়ে বার মণ ভারি মোটও এক সময়ে তুলিতে পারিত। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি যখন জীবিত, সেই সময়ে সে বাজি রাখিয়া সে দাঁতের সাহায্যে সাড়ে বার মণ বোঝা তুলিতে গিয়া পাটিকে পাটি দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। তার পর সে এক সেট কৃত্রিম দাঁত ব্যবহার করে। সে দাঁত পুরাতন হইবার পর কুড়ি বৎসর আগে সে আর একবার দাঁত বাঁধাইয়া লয়। সে বলে, এই নূতন দাঁত বাঁধানর পর থেকেই তাহার হজম আর ভাল হয় না। সম্প্রতি বদ হজমের জন্য তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছে। তাহার এক ছেলের বয়স মোটে নব্বই বৎসর, মেয়েটি আরও কচি—সত্তরের বেশী নয়।

—

সাহেবের গান্ধ্যাতঙ্ক।

—•—

জব্বলপুরে একদিন মোটর গাড়ী চড়িয়া একজন সাহেব, দুই জন মেম ও কয়েকটী সাহেব শিশু যাইতেছিলেন। সেই সময় ১২টী ছেলে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ও মাঝে মাঝে "গান্ধীজী কী জয়" বলিতে ছিল। সাহেব এই সকল বালকের মুখে গান্ধীজীর জয় শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠে তাঁহার শ্রীহস্তের বেত্রের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। বালকেরা কিন্তু বেদম মার খাইয়াও "গান্ধীজী কী জয়" বলিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সাহেবই মারিতে মারিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক হয় তাহাকে ইংরাজীতে "হাইড্রোফোবিয়া" বলে। সাহেবের "গান্ধী ফোবিয়া" হইল কেন? জব্বলপুরে সাহেবের কর্ম্মের প্রতিবাদ জন্য সভা হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের ভয়ে সাহেব দানাপানি ছাড়েন নাই ত?

—

কলেরায় সাবধানতা।

—•—

এই সাংঘাতিক ব্যাধি কি সহর কি মফঃস্বল সর্ব্বত্রই বহু প্রাণীক্ষয় করিতেছে। নিজের বা পরিবারস্থ কাহারও একটু পাতলা দাস্ত হইলে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে। এই সময়ে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সকলের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সহরে ও পল্লীগ্রামে যে স্থানে ইন্দারা আছে, তথাকার অধিবাসীগণ যেন পরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার দড়ি বাঁধিয়া জল উত্তোলন করে। এবং উক্ত জল আগুনে ফুটাইয়া পান করে। খাদ্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পায় তজ্জন্য সাবধান হইতে হইবে। কেননা মাছিই এই ব্যাধির সংক্রমণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অবস্থায় কুলাইলে বাড়ীতে গন্ধক, ধূপ জ্বালান খুব ভাল। যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে তথাকার লোক মিউনিসিপালিটী ড্রেন পায়খানা ইত্যাদি পরিস্কার করিবেন এই ভরসায় যেন না থাকেন। নিজের নিজের ঘর বাড়ী পরিষ্কার করিতে নিজেই চেষ্টা করিবেন। সম্ভব হইলে গরীব প্রতিবেশীর ড্রেন পায়খানা গলিও যাহাতে পরিস্কার থাকে তাহার জন্য নিজের পকেট হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কেননা পাড়ায় কলেরা হইলে নিজে পরিস্কার থাকিলেই তিনি নিরাপদ নহেন ইহা ভাবা উচিত। মিউনিসিপালিটীর ভরসায় থাকিলে মিউনিসিপালিটীকে জানান, কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম পাওয়া, আবার সেই হুকুম কার্য্যে পরিণত হইতে হইতে তখন অনেককে মহাযাত্রা করিতে হইবে। সেই কারণে এই মহামারীর সময়ে পরিচ্ছন্নতার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বন প্রয়োগ করাই উচিত। খালি পেটে থাকা উচিত নয়। সুপাচ্য খাদ্য খাওয়া উচিত।

যদ্যপি কাহারও দাস্ত ও বমি হয়, আর চিকিৎসক না পাওয়া যায় তবে কাঁচা হলুদ বাঁটিয়া জলে গুলিয়া বারে বারে সেই জল পান করিতে দেওয়া উচিত। একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আমাদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন। বালক বালিকার কৃমি হইয়াছে জানিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করা উচিত। কৃমিতেও কলেরা হইয়া থাকে।

—

বর্দ্ধমানে বর্দ্ধমান ও হ্রস্বমান।

—০—

বর্দ্ধমান সহরে গাড়োয়ানরা সঙ্কল্প করিয়াছে যে শোণ্ডিকালয়েই হউক আর গোপনে স্বগৃহেই হউক যে সকল ভদ্রলোক মদ খাইবে তাহাদিগকে গাড়ীতে লইবেন না অর্থাৎ মাতালের ভাড়া বহিবেন না। যে গাড়োয়ানগণ মদে ও তাড়িতে ডুবিয়া থাকিত তাহারা মদ ছাড়িয়াছে এমন কি মাতালকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। কাজেই ইহাদের সৎ প্রবৃত্তি বর্দ্ধমান।

৬ই মার্চ্চের বেঙ্গলীতে প্রকাশ—বর্দ্ধমানের একজন যুবক উকীল মদ বেচিতেছেন। একজন প্রবীন নামজাদা উকীল গাঁজা বেচিতেছেন। আর একজন উকীল বর্দ্ধমান জামালপুরে গাঁজা ও আফিম বেচিবার লাইসেন্স লইয়াছেন। ব্যাপার সত্য হইলে বলিতে হয় ইহাদের বিদ্যা, যশ, মান সমস্তই হ্রস্বমান। কোচম্যানগণের আদর্শে জেণ্টেলম্যানগণ চলিয়া বর্দ্ধমানের মান রাখুন নচেৎ বড়ই লজ্জার কথা।

—

রোজার ঘাড়ে বোঝা।

—ঃ০ঃ—

লালবাজার থানা হইতে গত শনিবার কবিবর রহমন নামক একজন আরমস্ এক্ট কর্ম্মচারীর তাহার সাইকেল চুরী গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চোরের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বলিহারী চোর।

—

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২৷৹ ভিঃ পিতে ২৷৶৹

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৹ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৴৹ শিশির মূল্য ৩৷৹ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য অপকার ব্যাধি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶৹

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶৹

ক্ষুধাবর্তী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবর্তী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবর্ত্তী সেবন করিলে তুলায় অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন সর্ব্ব কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

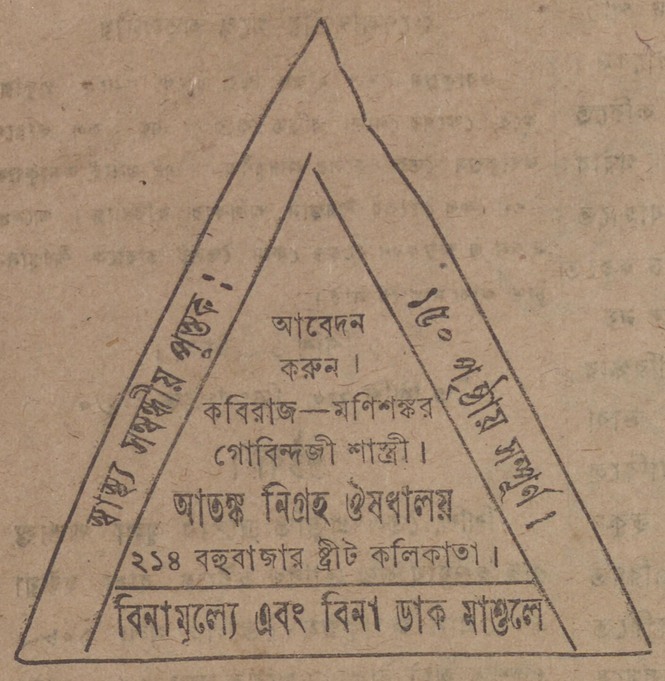

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৷৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের ভক্তে এর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সু মার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমার অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিলক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ